ব্রি ধান৩৬

শীতে ঝরে গাছের পাতা
৩৬ ধান থাকে তাজা

ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের ঠান্ডাপ্রবণ এলাকায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এ জাতটি ইরি থেকে প্রবর্তন করেছে। এটি ১৯৯৮ সালে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ব্রি ধান৩৬ নামে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- চারা অবস্থায় ঠান্ডা সহনশীল।
- গাছের উচ্চতা ৯০-৯৫ সেন্টিমিটার।
- পাকার সময় পর্যন্ত গাছ সবুজ থাকে।
- চাল লম্বা ও চিকন ।
- ভাত ঝরঝরে এবং খেতে সুস্বাদু।
- চালে প্রোটিনের পরিমাণ ৮.৭%।

ব্রি ধান৩৬

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

বীজ বপনের সময় বোরো মৌসুমে যে সমস্ত এলাকায় তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এর নীচে নেমে যায় সে সমস্ত এলাকার জন্য ব্রি ধান৩৬ খুবই উপযুক্ত।

জীবনকাল

জাতটির জীবনকাল ১৪০-১৪৫ দিন।

ফলন

উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে হেক্টরপ্রতি ৫.০-৫.৫ টন ফলন দিয়ে থাকে।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজ তলায় বীজ বপন ঃ** ১-১৫ অগ্রাহায়ন (১৫-৩০ নভেম্বর)।

২. **রোপনের সময় ঃ** ১৫ পৌষ-১৫ মাঘ (জানুয়ারি)।

৩. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ**

ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	দস্তা
৩০-৪০	৭-১৪	৮-১৬	৪-১১	০.৭-১.০

৩.১ ইউরিয়া সার তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রথম উপরি প্রয়োগঃ রোপণের ১৫-২০ দিন পর।

দ্বিতীয় উপরি প্রয়োগঃ রোপণের ৩৫-৪০ দিন পর। ইউরিয়া প্রয়োগের পর সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

তৃতীয় উপরি প্রয়োগ ঃ রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর।

৩.২ ইউরিয়া প্রয়োগের সঠিক সময় নির্ণয়ের জন্য লিফ কালার চার্ট ব্যবহার করতে হবে।

৪. **আগাছা দমন ঃ** রোপণের ৪৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৫. **সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ** দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত পানি রাখতে হবে।

৬. **ফসল কাটা ঃ** ২০ চৈত্র-৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)।

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd